Primary Edn

ইত্তেফাক

তারিখ 08 APR 1986
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 1

011

প্রাথমিক

বিভিন্নস্থানের বহু সংখ্যক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বেঞ্চের অভাবে কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে। কয়েকটি বিদ্যালয়ের ক্লাস গাছতলায় হইতেছে। এদিকে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষক কম থাকায় পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটিতেছে।

দোহাজারী (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, দক্ষিণ চট্টগ্রামের তিনটি উপজেলায় প্রায় ২৮৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এক পরিসংখ্যানে জানা গিয়াছে বর্তমানে চন্দনাইশ উপজেলায় ৯৬টি, বাঁশখালীতে ১০৮টি ও বোয়ালখালী উপজেলায় ৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৫টি বিদ্যালয়ের ছাদ নাই, ৭৫টি বিদ্যালয়ে বসার কোন আসবাবপত্র নাই এবং ৬০টি বিদ্যালয়ের দেওয়ালে ফাটল ধরিয়াছে। তাহাছাড়া এইসব বিদ্যালয়ের কোনটিতে প্রয়োজনীয় খাবার পানি ও পায়খানা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা নাই। এইসব সমস্যা জর্জরিত বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় প্রায় ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছে।

উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীদ্বয় চন্দনাইশে ৩টি, বাঁশখালীতে ৩টি ও বোয়ালখালীতে ৯টি বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করার পরও শিক্ষা বিভাগ ঐসব ভবনের ব্যবহার অব্যাহত রাখিয়াছে।

গাইবান্ধা সংবাদদাতা জানান, সুন্দরগঞ্জ সরকারী বালক-বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় দুইটি নিজস্ব ভবন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের অন্য স্কুলে গিয়া পড়াশুনা করিতে হইতেছে। উল্লেখ্য, গত বছর ঝড়ে সরকারী বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদের আগমনে স্কুল ভবনের উপর লোকজন উঠায় সরকারী বালক বিদ্যালয়ের ভবন বিধ্বস্ত হয়।

মেহেরপুর সংবাদদাতা জানান, সদর ও গাংনী উপ-জেলার শতাধিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নাই এবং স্থানাভাব প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। গাংনী উপজেলার ২৫টি এবং মেহেরপুর উপজেলার ২৭টি বিদ্যালয়ের ক্লাস নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জেলার অনেক বিদ্যালয়ের ক্লাস খোলা আকাশের নীচে নেওয়া হইতেছে। ইহাছাড়া একটি বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক ছাত্রের জন্য তিনজন করিয়া শিক্ষক থাকায় লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

রংপুর সংবাদদাতা জানান, ডিমলা উপজেলার ৬৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০টিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নাই বলিলেও চলে। এগুলির কোনটিতে একজন আবার কোনটিতে দুইজন শিক্ষক রহিয়াছেন।

জলঢাকা উপজেলার বিএন খালিশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটি কয়েকবছর আগে বিধ্বস্ত হয় এবং চেয়ার টেবিল খোয়া যায়। এরপর হইতে ছাত্রছাত্রীরা গাছতলায় বসিয়া ক্লাস করিতেছে।

লালমণিরহাট সংবাদদাতা জানান, সদর উপজেলার হাড়ী-

ইত্তেফাক

তারিখ 08 APR 1986
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 1

শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন সমস্যা

ভাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটি গত বছর ঝড়ে পড়িয়া গেলে অদ্যাবধি উহা মেরামত করা হয় নাই। ফলে ছাত্রছাত্রীরা খোলা মাঠে বসিয়া ক্লাস করিতেছে।

বাগেরহাট সংবাদদাতা জানান জেলার কোন কোন বিদ্যালয় জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বহু

রূপান্তরিত করার অনুমোদন পাইলেও অদ্যাবধি তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। ৮ জন শিক্ষকের স্থানে বর্তমানে মাত্র তিনজন শিক্ষক রহিয়াছেন। বিদ্যালয় ভবনটি টিন শেডের হওয়ায় গরমের দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করিতে অসুবিধা হইতেছে।

[...]পুরী: জলঢাকা উপজেলার বি, এন খালিশা সরকারী বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন পূর্বে ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর [...]মত করা হয় নাই —ইত্তেফাক

বিদ্যালয়ে [...] জানালা না থাকায় অবাধে-গরু ছাগল প্রবেশ করিয়া নোংরা করিয়া রাখে। স্থানাভাব, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হইতেছে। এক শ্রেণীর শিক্ষকের কর্তব্য কার্যে অবহেলার অভিযোগ রহিয়াছে।

বান্দরবান সংবাদদাতা জানান, রোয়াংছড়ি উপজেলার নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়টি বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৭৭ সনে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টিকে ১৯৮৫ সনে উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে

বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। শিক্ষক নিবাসটি বহুদিন ধরিয়া অকেজো। ছাত্রাবাসের অবস্থা খুবই করুণ। খেলার মাঠটি সংস্কারবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকায় ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা হইতে বঞ্চিত।

জনৈক সংবাদদাতা জানান, শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার ছত্রপুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। টিনের চালা ছাড়া উহার বেড়া বা দরজা-জানালা কিছুই নাই। বৃষ্টির দিনে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা পাশের মসজিদে আশ্রয় নেয়।

জাজিরা উপজেলার কাঁথুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেড়া নাই। প্রায় ৪ শত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র তিনজন শিক্ষক থাকায় লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে।

কেতাবে আছে গোয়ালে নাই

সাতক্ষীরা সংবাদদাতা জানান, ঘর নাই, ছাত্র-ছাত্রী এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত নাই। তবু উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে নিয়মিত সরকারী সাহায্য আসিতেছে। আর এই সরকারী টাকা দিয়া উহার প্রধান শিক্ষক বলিয়া কথিত জনৈক যুবক বিএড এবং বিএল পড়াশুনা নিয়া ব্যস্ত।

এই ঘটনা তালা উপজেলার ইসলামকাটি ইউনিয়নের বারাত মোনহরপুর গ্রামে। এই গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছোট বেড়াহীন, আসবাবপত্রবিহীন গোলপাতার ভাঙ্গা-চোরা ঘর উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। জানা যায়, উক্ত স্কুলের নামে কাগজপত্র যা কিছু করা হইয়াছে সবই ভুয়া। গ্রামবাসী এব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করিয়াছে।